তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৯৭

**বান্দরবানের লামায় বন্যার্ত মানুষের পাশে ছুটে গেলেন পার্বত্য মন্ত্রী বীর বাহাদুর**

বান্দরবান, ৩০ শ্রাবণ (১৪ আগস্ট):

 পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী বীর বাহদুর উশৈসিং বলেছেন, ‘বান্দরবানের মানুষের জন্য প্রয়োজন হলে দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা করবো তবুও কেউ অনাহারে থাকবে না।’ তিনি বলেন, ‘আমি বীর বাহাদুর না খেয়ে থাকবো কিন্তু বন্যাকবলিত এলাকা বান্দরবানের লামা ও আলীকদমের কোনো মানুষকে না খেয়ে থাকতে দিব না।’ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন, পার্বত্য অঞ্চলের কোনো মানুষের যেন অবহেলা না হয়। আমি সে লক্ষ্যেই প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে মাঠে আছি।

 আজ বান্দরবান জেলার লামা উপজেলা পরিষদ চত্বরে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত দুই শতাধিক বন্যা দুর্গত মানুষের হাতে নগদ ৫ হাজার টাকা ও ১০ কেজি করে চালের প্যাকেট বিতরণকলে মন্ত্রী বীর বাহাদুর এসব কথা বলেন।

 দুর্যোগকবলিত মানুষের উদ্দেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে পার্বত্যমন্ত্রী আরো বলেন, আওয়ামী লীগ কৃষক, শ্রমিক ও মেহনতি মানুষের কল্যাণে রাজনীতি করে। দুর্যোগকালে আমার শরীরটা ভালো ছিল না। তবে আমার অস্থির মনটা বন্যাকবলিত কষ্টে থাকা মানুষের কাছে ছিল। তাই বন্যা পরবর্তীতে মানুষের পাঁশে ছুটে এসেছি।

 লামা পৌরসভার উদ্যোগে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও জেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত ত্রাণ সহায়তা অনুষ্ঠানে মন্ত্রী বীর বাহাদুর সবাইকে ধৈর্যশীল হয়ে মহান সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণ করার আহ্বান জানান।

 লামা পৌর মেয়র মোঃ জহিরুল ইসলামের সভাপতিত্বে ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক প্রদীপ কান্তি দাশের সঞ্চালনায় ত্রাণ বিতরণ অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বান্দরবান জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক লক্ষ্মীপদ দাশ, লামা উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান মোস্তফা জামাল, লামা উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি বাথোয়াইচিং মার্মা প্রমুখ।

#

 রেজুয়ান/পাশা/এনায়েত/জয়নুল/২০২৩/২২০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৯৬

**পরিবেশ বাসযোগ্য রাখতে বেশি করে গাছ লাগাতে হবে**

 **--- পরিবেশমন্ত্রী**

ঢাকা, ৩০ শ্রাবণ (১৪ আগস্ট):

 পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন বলেছেন, পরিবেশ বাসযোগ্য রাখতে আমাদের সকলকে বেশি বেশি করে গাছ লাগাতে হবে। তিনি বলেন, শিক্ষক, শিক্ষার্থীরা বৃক্ষরোপণে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন। মন্ত্রী বলেন, আমরা সকলে মিলে গাছ লাগালে দেশ আবারও সুজলা, সুফলা, শস্য শ্যামলা হয়ে উঠবে।

 আজ মৌলভীবাজারের বড়লেখা উপজেলার বড়লেখা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের নবনির্মিত ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারিত ভবনের উদ্বোধন ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ৪৮তম শাহাদত বার্ষিকী পালন উপলক্ষ্যে আয়োজিত দোয়া মাহফিলে প্রধান অতিথির বক্তব্যে পরিবেশমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

 পরিবেশমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের শিক্ষার মানের উন্নয়নে সম্ভাব্য সবকিছু করছেন। মন্ত্রী বলেন, সরকার নারীর ক্ষমতায়নে কাজ করছে, এজন্য নারীদের শিক্ষিত করতে বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। আমরা নারীদের শতভাগ শিক্ষিত করতে পারলে একটি শিক্ষিত জাতি পাব। স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে শিক্ষিত জাতি গঠনের বিকল্প নাই।

 বড়লেখা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান সোয়েব আহমদ আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মৌলভীবাজার জেলার শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী মোঃ শামসুল আরেফিন খান, বড়লেখা উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও উপজেলা আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক রফিকুল ইসলাম সুন্দর এবং বড়লেখা পৌরসভার মেয়র আবুল ইমাম মোঃ কামরান চৌধুরী প্রমুখ।

 মন্ত্রী পরে বড়লেখা উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে মানবিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মধ্যে ঢেউটিন ও চেক বিতরণ করেন।

#

দীপংকর/পাশা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২৩/১৯০০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                 নম্বর : ৪৯৫

**বিএনপি মহাসচিবের বক্তব্যেই প্রমাণ হয় তারা জঙ্গিদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক**

 **-- তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী**

ঢাকা, ৩০ শ্রাবণ (১৪ আগস্ট) :

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, ‘সম্প্রতি মৌলভীবাজারের কুলাউড়ায় কয়েকজন জঙ্গি আটকের পর মির্জা ফখরুল সাহেব বললেন- মানুষের দৃষ্টি ভিন্নখাতে নেওয়ার জন্য না কি এই জঙ্গি নাটক সাজানো হয়েছে। এতেই প্রমাণিত হয় বিএনপি মহাসচিবসহ বিএনপির নেতৃবৃন্দ জঙ্গিগোষ্ঠীর প্রধান পৃষ্ঠপোষক।’

তিনি বলেন, ‘আমরা বিএনপি মহাসচিবের এ বক্তব্যের তীব্র নিন্দা জানাই। আমরা জঙ্গি দমন করেছি, আমরা জঙ্গি নির্মূল করতে পারতাম যদি তারা জঙ্গিগোষ্ঠীকে পৃষ্ঠপোষকতা না করতো।’

আজ রাজধানীর তোপখানা রোডে জাতীয় প্রেসক্লাবে ‘মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সাংবাদিক ফোরাম’ আয়োজিত ‘জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৮তম শাহাদতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী এ সব কথা বলেন। প্রধানমন্ত্রীর সাবেক তথ্য উপদেষ্টা ও ডেইলি অবজারভার পত্রিকার সম্পাদক ইকবাল সোবহান চৌধুরীর সভাপতিত্বে সভায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন।

সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, ‘বিএনপির যেমন চেয়ারম্যান তেমন মহাসচিব। জঙ্গিদের বিরুদ্ধে সরকার যখন কঠোর ব্যবস্থা নিচ্ছিল, অনেক জঙ্গি আটক হচ্ছিল, তখন বেগম জিয়া বলেছিলেন যে, কিছু মানুষকে ধরে নিয়ে কিছু দিন আটক করে রাখার পর যখন চুলদাড়ি লম্বা হয় তখন তাদেরকে জঙ্গি আখ্যা দেওয়া হয়। সে কারণেই তারা যখন ক্ষমতায় ছিল তখন পাঁচশ’ জায়গায় বোমা ফেটেছিল, শায়খ আব্দুর রহমান, বাংলা ভাইয়ের উৎপত্তি হয়েছিল এবং জঙ্গিদের দিয়ে হাওয়া ভবন তৈরি ও ২১ আগস্টের গ্রেনেড হামলার ঘটনা ঘটিয়েছিল।’

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আজকে দেশ যখন অদ্যম গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে বিএনপি ও তাদের দোসররা তখন নানামুখী ষড়যন্ত্র করছে উল্লেখ করে হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, ‘তারা মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার খরচ করে লবিস্ট নিয়োগ করেছিল মাঝে মধ্যে দু-একটা বিবৃতি এনেছিল। কংগ্রেসম্যানদের বিবৃতি নিয়ে আমেরিকার হোয়াইট হাউজে যখন প্রশ্ন করা হলো, তারা বলল এ বিষয়ে তারা কিছু জানেন না। অথচ এই চিঠি লেখার পেছনে মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার খরচ করেছে।

অর্থাৎ এখন স্পষ্ট হয়ে গেছে, এই ষড়যন্ত্র করে, বিদেশিদের পেছনে এত ছুটে কোনো লাভ হয় নাই। সে কারণে বিএনপি এখন ভিন্ন সুরে কথা বলা শুরু করেছে। বিএনপির দাবি কেউ সমর্থন করে নাই। এ জন্য বিএনপির সুর এখন ভিন্ন। এখন তারা বলছে ভারত কী বললো আসে যায় না, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কী বলল আসে যায় না, যুক্তরাজ্য কী বলল আসে যায় না, চীন কী বললো আসে যায় না।’

হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, ‘আপনারা জানেন, তারেক রহমানকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভিসা দেয়নি। এখানকার মার্কিন দূতাবাস থেকে যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্টে তারেক রহমানকে ভিসা না দেওয়ার জন্য প্রতিবেদন পাঠানো হয়েছিল। সেই তারেক রহমান যখন সেই দলের চেয়ারপারসন হয় ভারপ্রাপ্ত সুতরাং সেই দলকে কেউ সমর্থন করতে পারে না। কানাডার আদালত পর পর পাঁচবার বিএনপিকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে আখ্যা দিয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি ডিপার্টমেন্টর বিএনপিকে ফোর টায়ারের জঙ্গি সংগঠন হিসেবে আখ্যা দিয়েছে, যেটি পত্রপত্রিকায় আপনারা ছাপিয়েছেন। যারা জঙ্গিগোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষক জঙ্গিদের লালন-পালন করে তাদেরকে কোনো বিদেশি শক্তি সমর্থন করে না। আর দেশের জনগণ তো তাদের সাথে নাই। সুতরাং তাদের সাথে কেউ নাই।’

-২-

১৫ আগস্ট নিয়ে তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের প্রধান কুশীলব ছিল দুইজন, একজন হচ্ছেন খন্দকার মুশতাক আরেকজন হচ্ছেন জিয়াউর রহমান। জিয়া এবং তার পরিবারই বঙ্গবন্ধু হত্যাকান্ডের সবচেয়ে বড় বেনিফিশিয়ারি। বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পরপরই খন্দকার মোশতাক ক্ষমতা গ্রহণ করে জিয়াউর রহমানকে প্রধান সেনাপতি নিয়োগ করেছিল। আর জিয়াউর রহমান বঙ্গবন্ধুর সমস্ত খুনিদের দেশে এবং বিদেশে পুনর্বাসিত করেছিল, বাংলাদেশের দূতাবাসগুলোতে চাকরি দিয়েছিল। আবার ১৯৭৯ সালে সংসদ গঠনের পর সংসদের প্রথম অধিবেশনের প্রথম দিন ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ বিল উপস্থাপন করা হয়, এই হত্যাকাণ্ডের বিচার যাতে না হয় সে জন্য সেটি পাস করা হয়। জিয়াউর রহমান কীভাবে বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত ছিল এগুলোই তো তার প্রমাণ।’

এ সময় বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের নেপথ্য কুশীলবদের বিচার হওয়া প্রয়োজন উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, ‘এটা যদি আমরা না করি তাহলে আজ থেকে শত বছর পর ভবিষ্যৎ প্রজন্ম জানতে পারবে না কারা বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পটভূমি রচনা করেছিল, কারা বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পেছনে কুশীলব ছিল। সেটা যদি অনুন্মোচিত থেকে যায় তাহলে ইতিহাসের পাতায় সঠিক বিষয় উঠে আসবে না। এ জন্য জাতীয় প্রেসক্লাব দাবি দিয়েছে, সাংবাদিক সমাজ দাবি দিয়েছে, দেশের বিশিষ্টজনেরা দাবি দিয়েছে, এটি আমদেরও চাওয়া। আমি মনে করি বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের নেপথ্য কুশীলবদের বিচার হওয়া সময়ের দাবি, এটি হওয়া প্রয়োজন।’

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন বলেন, ‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের খুনিদের তথ্য কেউ দিলে সরকার তাকে পুরস্কার দেবে। ২১ বছর ধরে যারা খুনি ও খুনিদের পেছনের লোকজনকে আশ্রয় দিয়েছে তাদের মুখোশ খুলে দেওয়া উচিত।’

পররাষ্ট্র মন্ত্রী বলেন, ‘কানাডা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অত্যন্ত শক্তিশালী আইনের শাসনের দেশ। তাদের খুনিদের আশ্রয় দেয়া উচিত নয়। সরকার যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার সরকারকে অনেক চিঠি লিখেছে যাতে খুনিদের ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা নেয়া হয়; এমনকি মার্কিন প্রেসিডেন্টকে চিঠিও লিখেছেন প্রধানমন্ত্রী।’

বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের (বিএফইউজে) সভাপতি ওমর ফারুক, সাবেক সভাপতি মঞ্জুরুল আহসান বুলবুল, সাবেক মহাসচিব আব্দুল জলিল ভুঁইয়া, জাতীয় প্রেসক্লাবের সভাপতি ফরিদা ইয়াসমিন, সাবেক সভাপতি সাইফুল আলম, ডিইউজে সভাপতি সোহেল হায়দার চৌধুরী, সাবেক সভাপতি কাজী রফিক, সহ-সভাপতি মানিক লাল ঘোষ, সাবেক সাধারণ সম্পাদক আজিজুল ইসলাম ভুঁইয়া, বাংলাদেশ পোস্টের সম্পাদক শরীফ শাহাবুদ্দিন, সিনিয়র সাংবাদিক রফিকুল ইসলাম রতন, তরুণ তপন চক্রবর্তী, কার্তিক চ্যাটার্জি, শফিকুল করিম সাবু প্রমুখ আলোচনায় অংশ নেন।

#

আকরাম/পাশা/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২৩/১৮৫৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৯৪

**যে সমাজ জ্ঞানী-গুণিজনের কদর করে না, সে সমাজে উন্নয়ন,**

**অগ্রগতির ধারা বিকশিত হতে পারে না**

 **--- আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্**

বরিশাল, ৩০ শ্রাবণ (১৪ আগস্ট):

 পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটির আহ্বায়ক (মন্ত্রী পদমর্যাদা) আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্ বলেছেন, যে সমাজ জ্ঞানী-গুণিজনের কদর করে না, সে সমাজে উন্নয়ন, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির ধারা বিকশিত হতে পারে না। সমাজের জ্ঞানী-গুণিজনের সম্মিলিত মেধা, মনন ও কর্মপ্রয়াস যুগে যুগে প্রজন্মের পর প্রজন্মের মাঝে তাদের চিরঞ্জীব করে রাখে।

 আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্ আজ বরিশাল জেলার আগৈলঝাড়া উপজেলার সেরালে বঙ্গবন্ধু সরকারের সাবেক মন্ত্রী মরহুম আবদুর রব সেরনিয়াবাতের মাতা, বিশিষ্ট সমাজসেবী বেগম হুরউন নেছা এর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত এক আলোচনা সভা, দোয়া ও মিলাদ মাহফিলে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। এ অনুষ্ঠানে রাজনীতিবিদ, জনপ্রতিনিধি ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

 আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্ মরহুম হুরউন নেছা এর বর্ণ্যাঢ্য জীবন ও কর্মের ওপর আলোকপাত করে বলেন, এ মহিয়সী নারী সমাজের সুবিধাবঞ্চিত নারী সমাজের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান ও সার্বিক কল্যাণে কাজ করে গেছেন। তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত স্বীয় মেধা, মনন ও অর্থ দিয়ে এলাকার নারী সমাজের মানোন্নয়নে ভূমিকা রেখে গেছেন। তিনি নতুন প্রজন্মের নারী সংগঠকদের সততা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে নারী ও শিশুদের কল্যাণে ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান।

 পরে মরহুমার রুহের মাগফেরাত এবং দেশ ও জাতির অব্যাহত সুখ, সমৃদ্ধি, অগ্রগতি ও কল্যাণ কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

#

আহসান/পাশা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২৩/১৮০০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                 নম্বর : ৪৯৩

**কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ৩০ শ্রাবণ (১৪ আগস্ট) :

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী রবিবার সকাল ৮টা থেকে আজ সোমবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ৪৩ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার ২ দশমিক শূন্য ৯ শতাংশ। এ সময় ২ হাজার ৫৭ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে কেউ মারা যায়নি। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৪৭৬ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ২০ লাখ ১২ হাজার ১৮২ জন।

#

সুলতানা/পাশা/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২৩/১৬৫২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৯২

**জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৮তম শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে**

**গণযোগাযোগ অধিদপ্তরে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত**

ঢাকা, ৩০ শ্রাবণ (১৪ আগস্ট) :

জাতীয় শোক দিবস ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৮তম শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে আজ রাজধানীর তথ্য ভবনের সম্মেলন কক্ষে গণযোগাযোগ অধিদপ্তর আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করে।

অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ নিজামূল কবীরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন একুশে পদকপ্রাপ্ত সাংবাদিক ও প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) এর মহাপরিচালক কবি জাফর ওয়াজেদ।

অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধুর কর্মময় জীবন ও আদর্শ সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক সম গোলাম কিবরিয়া, গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) ইয়াকুব আলী এবং পরিচালক (কারিগরি ও সমন্বয়) লিয়াকত হোসেন।

পরে বঙ্গবন্ধু-সহ ১৫ আগস্টের শহিদদের রুহের মাগফেরাত কামনা করে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

#

ইয়াকুব/পাশা/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২৩/১৬২৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৯১

**এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের বিমানবন্দর-ফার্মগেট অংশ উন্মুক্ত ২ সেপ্টেম্বর**

ঢাকা, ৩০ শ্রাবণ (১৪ আগস্ট) :

আগামী ২ সেপ্টেম্বর ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে আংশিকভাবে জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করা হবে বলে জানিয়েছেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ওই দিন এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের বিমানবন্দর থেকে ফার্মগেট অংশের উদ্বোধন করবেন। এছাড়া ২৮ অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু টানেলের উদ্বোধন করবেন।

আজ সোমবার রাজধানী ঢাকার সেতু ভবনে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ তথ্য জানান।

ওবায়দুল কাদের বলেন, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়েতে বাই-সাইকেল, থ্রি-হুইলার চলবে না। আপাতত মোটরসাইকেলও বন্ধ থাকবে।

তিনি জানান, এর আগে আমরা একদিনে শত সেতু উদ্বোধন করেছি। এবার আমরা দেড়শ’ সেতু প্রস্তুত করছি। শিগগির উদ্বোধনের তারিখ জানানো হবে।

প্রসঙ্গত, ২০১৩ সালের ১৫ ডিসেম্বর প্রকল্পের বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান ফার্স্ট ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে কোম্পানি লিমিটেডের সঙ্গে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের সংশোধিত চুক্তি সই হয়। এটি থাইল্যান্ড ভিত্তিক
প্রতিষ্ঠান ইতালিয়ান থাই ডেভেলপমেন্ট পাবলিক কোম্পানি লিমিটেড ৫১ শতাংশ, চীন ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান শেনডং ইন্টারন্যাশনাল ইকোনোমিক অ্যান্ড টেকনিক্যাল কো-অপারেশন গ্রুপের ৩৪ শতাংশ ও সিনোহাইড্রো করপোরেশন লিমিটেড ১৫ শতাংশ অংশীদারত্বে নির্মাণ হচ্ছে।

পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি) ভিত্তিক প্রকল্পটি হযরত শাহজালাল বিমান বন্দরের দক্ষিণ
কাওলা থেকে শুরু হয়ে কুড়িল-বনানী-মহাখালী-তেজগাঁও-মগবাজার-মালিবাগ-খিলগাঁও-কমলাপুর হয়ে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুতুবখালী পর্যন্ত যাবে। এক্সপ্রেসওয়ের মূল দৈর্ঘ্য ১৯ দশমিক ৭৩ কিলোমিটার, র‌্যাম্পসহ দৈর্ঘ্য ৪৬ দশমিক ৭৩ কিলোমিটার।

প্রকল্পের মোট ব্যয় ধরা হয়েছে ৮ হাজার ৯৪০ কোটি টাকা; যার ২৭ শতাংশ বাংলাদেশ সরকার ভিজিএফ হিসেবে বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানকে দেবে। এ পর্যন্ত প্রকল্পের ৬৫ শতাংশ অগ্রগতি হয়েছে এবং আগামী বছরের জুন মাসে শেষ হওয়ার কথা রয়েছে।

আগামী ২ সেপ্টেম্বর হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের দক্ষিণে কাওলা থেকে ফার্মগেট পর্যন্ত অংশ যান চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হচ্ছে, যার মূল অংশের দৈর্ঘ্য ১১ দশমিক ৫ কিলোমিটার এবং র‌্যাম্পসহ ২২ দশমিক ৫ কিলোমিটার। এই অংশে মোট ১৫টি র‌্যাম্পের মধ্যে ১৩টি র‌্যাম্প যান চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করা হবে। বনানী ও মহাখালীর বাকি দুটি র‌্যাম্প আপাতত বন্ধ থাকবে।

এক্সপ্রেসওয়েতে গাড়ির সর্বোচ্চ গতিসীমা থাকবে ঘণ্টায় ৬০ কিলোমিটার। এতে কাওলা থেকে ফার্মগেট পর্যন্ত যেতে সময় লাগবে ১০ মিনিট।

প্রকল্পটি ঢাকা শহরের উত্তর-দক্ষিণ করিডোরের সড়ক পথের ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করবে। এছাড়াও প্রকল্পটি ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের সাথে সংযুক্ত হলে ঢাকা ইপিজেড ও উত্তরবঙ্গের সাথে চট্টগ্রাম বন্দরের যোগাযোগ সহজতর হবে। এতে করে ঢাকা শহরের যানজট নিরসনের পাশাপাশি দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলবে।

তিনি বলেন, অক্টোবরের মাঝামাঝি আগারগাঁও থেকে মতিঝিল পর্যন্ত মেট্রোরেলের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী।

ব্রিফিংকালে সেতু বিভাগের সচিব মো. মনজুর হোসেন, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের প্রধান প্রকৌশলী কাজী মোঃ ফেরদাউস, ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে পিপিপি প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক এ এইচ এম এস আকতার, কর্ণফুলী নদীর তলদেশে বহুলেন সড়ক টানেল নির্মাণ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক মোঃ হারুনুর রশীদ চৌধুরীসহ সেতু বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

#

ওয়ালিদ/মেহেদী/পরীক্ষিৎ/মাহমুদা/শামীম/২০২৩/১১০৫ ঘণ্টা

তথ্যববিরণী নম্বর : ৪৯০

**আওয়ামী লীগ রাষ্ট্র পরিচালনায় সফল, রাজপথেও সফল**

 **-কৃষিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৩০ শ্রাবণ (১৪ আগস্ট):

আওয়ামী লীগ রাষ্ট্রপরিচালনায় যেমন সফল রাজপথের আন্দোলনেও তেমনই সফল বলে মন্তব্য করেছেন কৃষিমন্ত্রী ড. মো: আব্দুর রাজ্জাক। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ রাষ্ট্রপরিচালনায় অসাধারণ সাফল্য দেখিয়েছে। সকল ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব উন্নয়নের মাধ্যমে সারা বিশ্বে দেশকে মর্যাদা ও সম্মানের অনন্য উচ্চতায় তুলেছে। আওয়ামী লীগের সুসংগঠিত নেতাকর্মীরা তেমনি রাজপথে সাফল্য দেখিয়েছে। কাজেই, বিএনপি আন্দোলন করে কখনো সফল হতে পারবে না।

আজ ঢাকার উত্তরায় ফ্রেন্ডস ক্লাব মাঠে জাতীয় শোক দিবসের আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠানে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, বিএনপি জামায়াত নির্বাচন বানচাল করতে চাচ্ছে। ২০১৪ ও ২০১৮ সালের মতো আবারও তাণ্ডবের মাধ্যমে দেশে নৈরাজ্য ও অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করতে চাচ্ছে। আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের ঐক্যবদ্ধভাবে তা রুখতে হবে।

তিনি বলেন, জিয়া-মোশতাক অবৈধভাবে ক্ষমতায় এসেছিল। তারপর তা বৈধ করতে সংবিধান সংশোধন করেছিল। আগামী দিনে যেনো কোনো অশুভ শক্তি, অসাংবিধানিক শক্তি অবৈধভাবে ক্ষমতায় আসতে না পারে এবং অবৈধ ক্ষমতাকে বৈধ করতে সংবিধানকে কাঁটাছেড়া না করতে পারে- সে ব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে।

জিয়াউর রহমান ১৫ আগস্টের হত্যাকাণ্ডে জড়িত উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, ১৫ আগস্টের হত্যাকাণ্ডে প্রত্যক্ষভাবে জড়িতদের বিচার হয়েছে, কিন্তু এর পিছনে কারা ছিল তাদের মুখোশ উন্মোচন করা দরকার। একটি কমিশন গঠন বা আইনি কাঠামোর মাধ্যমে এর সুষ্ঠু তদন্ত করা প্রয়োজন। তদন্তের মাধ্যমে কুশীলবদের মুখোশ উন্মোচন করতে পারলে জিয়াউর রহমানেরও শাস্তি হতো।

অনুষ্ঠানে স্থানীয় সংসদ সদস্য ও ঢাকা মহানগর উত্তর আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মো: হাবিব হাসানের সভাপতিত্বে ঢাকা মহানগর উত্তর আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ বজলুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক এসএম মান্নান কচি ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন।

#

কামরুল/মেহেদী/পরীক্ষিৎ/কামাল/২০২৩/১৫৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৮৯

**বঙ্গবন্ধু সততা ও নিষ্ঠার অনুকরণীয় আদর্শ**

 **-খাদ্যমন্ত্রী**

নওগাঁ (পোরশা), ৩০ শ্রাবণ (১৪ আগস্ট):

খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার বলেছেন, উন্নত সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়তে শিক্ষার্থীদের দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে সৎ ও নিষ্ঠাবান হতে হবে।

আজ সোমবার দুপুরে নওগাঁর পোরশা উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে বাস্তবায়নাধীন বিশেষ এলাকার জন্য উন্নয়ন সহায়তা (পার্বত্য এলাকা ব্যাতিত) কর্মসূচির আওতায় বাইসাইকেল, শিক্ষা উপবৃত্তি ও শিক্ষা উপকরণ বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন মন্ত্রী।

খাদ্যমন্ত্রী শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলেন, সততা, নিষ্ঠার সাথে কাজ করলে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জেল জুলুম উপেক্ষা করে দেশের মানুষের জন্য কাজ করেছেন। বঙ্গবন্ধু সততা ও নিষ্ঠার অনুকরণীয় আদর্শ। শিক্ষার্থীদের তিনি বঙ্গবন্ধুর আদর্শ অনুস্মরণ করে জীবন গড়ার আহবান জানান।

সাধন চন্দ্র মজুমদার বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের স্বাধীনতা দিয়ে গেছেন। বিশ্বে আজ বাঙালি জাতি হিসাবে মাথা উচু করে দাঁড়িয়েছি। ’৭৫ এর ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু হত্যাকান্ড আমাদের স্বাধীনতার ওপর বড় আঘাত। সেই ধারাবাহিকতায় জেলখানায় জাতীয় চার নেতাকে হত্যার মাধ্যমে স্বাধীনতা বিরোধীরা বাঙালির ভাগ্য নিয়ে ছেলে খেলায় মেতে ওঠে। ইনডিমিনিটির মাধ্যমে হত্যকান্ডের বিচারের পথ রুদ্ধ করে তারা। স্বাধীনতা বিরোধীদের পুরস্কৃত আর প্রতিবাদকারীদের শাস্তি দেয়।

মন্ত্রী বলেন, কোমলমতি শিশুরা এখন বছরের প্রথম দিনে নতুন বই পায়। মাটির ঘরের বিদ্যালয়গুলো এখন পাঁকা বিল্ডিংয়ে। শিক্ষার্থীদের হাতে ট্যাব তুলে দেওয়া হচ্ছে। মেধাবী শিক্ষার্থীরা স্মার্ট বাংলাদেশ গড়বেন বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন মন্ত্রী। তিনি বলেন, বিএনপি দেশের কোন উন্নয়ন করেনি, তাদের সময়ে কোন উন্নয়ন হয়নি। অপর দিকে ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ দিয়েছেন শেখ হাসিনা। মডেল মসজিদ ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র তৈরি করেছেন তিনি। ধনী গরিব সকলকে বিনামূল্যে করোনার ভ্যাক্সিন দিয়েছেন। বিশ্বের কাছে উন্নয়নের রোল মডেল করেছেন বাংলাদেশকে। অনুষ্ঠানে ৩৫ টি বাইসাইকেল ও ১১০ জন শিক্ষার্থীর মাঝে শিক্ষা উপবৃত্তি ও শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করা হয়।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার সালমা আক্তারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপজেলা চেয়ারম্যান শাহ মঞ্জুর মোর্শেদ চৌধুরী, ভাইস চেয়ারম্যান কাজিবুল ইসলাম, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কর্মকর্তা ডা. তৌফিক রেজা, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মোঃ আব্দুস সালাম ও নিতপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এনামুল হক বক্তব্য রাখেন।

পরে মন্ত্রী উপজেলায় এসএসসিতে জিপিএ-৫ প্রাপ্ত ৬৬ জন শিক্ষার্থীর মাঝে সনদ ও ক্রেস্ট বিতরণ করেন।

#

কামাল/মেহেদী/পরীক্ষিৎ/মাহমুদা/শামীম/২০২৩/১৫০২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৮৮

**জাতীয় শোক দিবসে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের**

**সকল মসজিদে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাতের আহ্বান**

ঢাকা, ৩০ শ্রাবণ (১৪ আগস্ট) :

আগামীকাল ১৫ আগস্ট সারাদেশে যথাযোগ্য মর্যাদায় স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৮তম শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস পালন করা হবে। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে এ দিবসে বাদ যোহর দেশের সকল মসজিদে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাতের আহ্বান জানানো হয়েছে।

দেশের সকল মসজিদের খতিব, ইমাম ও মসজিদ কমিটিসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানানো হয়েছে। এছাড়া আগামীকাল বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদসহ ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সকল বিভাগীয় ও জেলা কার্যালয়, ৫০ টি ইসলামিক মিশন, ৭টি ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমি, মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পের গণশিক্ষা কেন্দ্রসমূহে ও দারুল আরকাম ইবতেদায়ী মাদ্রাসাসমূহে বিশেষ দোয়া ও মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করেছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন।

#

শারমিন/মেহেদী/পরীক্ষিৎ/মাহমুদা/আসমা/২০২৩/১১০০ ঘণ্টা

**Not to publish before 5 PM**

Handout Number : 487

**Prime Minister's message on the National Mourning Day**

Dhaka, 14 August :

Prime Minister Sheikh Hasina has given the following message on the occasion of the National Mourning Day :

“The 15 August is our National Mourning Day. On this day in 1975, the Greatest Bangalee of all time, Father of the Nation, President Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman along with most of his family members was brutally assassinated.

Eighteen members of the Father of the Nation’s family including Bangamata Sheikh Fazilatunnessa Mujib, three sons-valiant Freedom Fighter Captain Sheikh Kamal, valiant Freedom Fighter Lieutenant Sheikh Jamal and 10-year old Sheikh Russel, two daughters-in- law Sultana Kamal and Rosy Jamal, brother valiant Freedom Fighter Sheikh Abu Naser, youth leader valiant Freedom Fighter Sheikh Fazlul Haq Moni and his pregnant wife Arzu Moni, peasant leader valiant Freedom Fighter Abdur Rab Serniabat, daughter Baby Serniabat, son Arif Serniabat, nephew journalist Shaheed Serniabat, grandson Sukanta Babu, and Abdul Nayeem Khan Rintu, among others, were killed by the heinous killers on that fateful night. President’s Military Secretary Brigadier General Jamil Uddin Ahmed and on duty ASI of Special Branch of Police Siddiqur Rahman were also murdered. Several members of a family died in the capital’s Mohammadpur area by artillery shells fired by the killers on the day. On this National Mourning Day, I humbly remember all the martyrs of the 15 August and pray to the Almighty Allah for the salvation of their departed souls.

Under the visionary and strong leadership and 23 years of political struggles of the Father of the Nation, the Bangalee Nation broke the shackles of subjugation and snatched away our great Independence. The anti-liberation clique killed Bangabandhu Sheikh Mujib and most of his family members at a time when he was engaged in the struggle of building a Golden Bangladesh by reconstructing the war-ravaged country. Through the killing of the Father of the Nation, the defeated forces of the Liberation War made abortive attempts to ruin the tradition, culture and advancement of the Bangalee Nation. The aim of the killers was to break the state structure of secular democratic Bangladesh and foil our hard-earned Independence. The anti-liberation forces involved in the carnage initiated the politics of killing, coup and conspiracy in the country right after the 15 August of 1975. They also impeded the trial of Bangabandhu Sheikh Mujib murder by promulgating Indemnity Ordinance. Ziaur Rahman illegally took over the state power, promulgated Martial Law, killed democracy and tailored the Constitution. He rewarded the killers of the Father of the Nation and gave them jobs to the Bangladesh missions abroad. He gave nationality to the anti- liberation war criminals, made them partners in the state power and rehabilitated them politically and socially by giving them lucrative business. The subsequent illegal military government and the BNP-Jamaat alliance government followed the same path.

Bangladesh Awami League assumed the state power after 21 years winning the general elections on 12 June 1996 and started the trial of Bangabandhu Sheikh Mujib murder case. But after coming to power in 2001, the BNP-Jamaat alliance government stopped this trial. The countrymen voted Awami League to power again in the 9th parliamentary elections on 29 December 2008. Overcoming the stalemate left by the previous BNP-Jamaat government, and global economic recession, our government began work to put the country on a firm economic

footing. During the past 14 and a half years, we have achieved desired advancement in every sector. Bangladesh has attained the status of developing nation and become a ‘role model of socio-economic development’ in the world. Our government has relentlessly been working to turn the country into a developed-prosperous Smart Bangladesh by 2041. We have completed execution of the verdict of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman murder case defying all conspiracies. The nation got rid of the stigma through the execution of the verdict of the Bangabandhu murder case. Hopefully, names of those who were behind the conspiracy to assassinate the Father of the Nation will also come out one day. The trial of the killers of four national leaders has also been completed. The verdicts of the cases against the war criminals of 1971 are being executed. Our government has been following ‘zero tolerance’ policy to uproot militancy-terrorism. The path of grabbing state power illegally and unconstitutionally has been stopped through the 15th amendment to the Constitution.

The killers were able to murder Bangabandhu Sheikh Mujib but they could not kill his dreams and ideals. But the anti-liberation radical groups and the anti-democracy and development cliques have still been hatching various conspiracies at home and abroad. I urge the countrymen to be always ready to protect the continuity of development and democracy of the country by unitedly resisting any evil attempt and conspiracy.

Let’s turn the grief of losing the Father of the Nation into our strength and unitedly resist all kinds of plots and conspiracies, and build a non-communal, hunger-poverty free developed-prosperous Golden Bangladesh as dreamt by Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman - let this be our solemn pledge on this National Mourning Day.

Joi Bangla, Joi Bangabandhu

May Bangladesh Live Forever."

#

Noorelahi/Mehedi/Parikshit/Mahmuda/Asma/2023/1100 hours

Not to publish before 5 PM

**Not to publish before 5 PM**

Handout Number : 486

**President's Message on the National Mourning Day**

Dhaka, 14 August :

President Mohammed Shahabuddin has given the following message on the occasion of the National Mourning Day :

“Today is 15th August. On this day of 1975, the undisputed leader and the greatest Bangalee of all time, Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman was brutally assassinated at his Dhanmondi residence by few divergent army personnel with the direct and indirect connivance of anti-liberation forces. Bangamata Sheikh Fazilatun Nesa Mujib- Bangabandhu’s wife, sons Sheikh Kamal, Sheikh Jamal and Sheikh Russel, brother valiant freedom fighter Sheikh Abu Naser, valiant freedom fighter Abdur Rab Serniabat, youth leader Sheikh Fazlul Haq Moni and many of his near and dear ones were also killed along with Bangabandhu. On the 48th martyrdom anniversary of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman and National Mourning Day, I pay my deep homage to all the martyrs and pray to the Almighty Allah for the eternal peace of the departed souls.

Bangabandhu was a visionary leader of the Bengali Nation and the architect of our Independence. He led the nation at every democratic and freedom movements including the ‘All-party State language Action Committee’ formed to ensure the right to mother-tongue in 1948, the historic Language Movement in 1952, Juktafront Election in 1954, the movement against Martial Law in 1958, the movement against anti-people Education Commission in 1962, Six-Point Movement in 1966, Mass Upsurge in 1969 and the General Elections in 1970, all of which were directed towards realizing Bangalees emancipation and their rights. For this, he had to embrace jail several times and bear inhuman torture.

Bangabandhu was uncompromising in establishing fundamental human rights and independence. He, even on the gallows, upheld the interest of Bangla and Bangalees. Ignoring the blood-curdling eyes of the then Pakistani rulers. Bangabandhu delivered a historic speech on 07 March in 1971 before a mammoth gathering at the then Race Course Mardan. With unique eloquence and political wisdom, Bangabandhu, combining the emotions, dreams and aspirations of Bangalees in a single thread, thunderously announced. ‘The struggle this time is the struggle for emancipation, the struggle this time is the struggle for Independence’ which was, in fact, the call for Independence. In line with this historic speech, he finally declared the country’s independence on March 26, 1971 and subsequently we achieved victory through a nine-month-long armed war of liberation under his leadership. Bangabandhu and Bangladesh thus emerged as a unique entity to the people of Bangladesh. The assassins killed the Father of the Nation but could not destroy his principles and ideals. As long as Bangladesh exists, the name and glory of the Father of the Nation will remain ever shining in the mind of millions of Bangalees of our country.

Bangabandhu has made an outstanding contribution in establishing world peace along with equality, friendship and democracy throughout his life. He was a symbol of independence and ambassador of freedom for oppressed and exploited people in the world, saviour of Bangalee nation.

Addressing the Non-Aligned Conference in Algiers on September 9, 1973, he said, ‘The world today is divided into two- the exploiters and the exploited; I am on the side of the exploited’. Bangabandhu is no longer with us, but his principles and ideals will always inspire the freedom-seeking people to attain their rights and the mass awakening against exploitation and oppression around the world. Bangabandhu will remain an eternal source of inspiration not only for millions of Bangalees in this country, but also for freedom-seeking people of the world.

Bangabandhu has struggled throughout his life with the aim of achieving political freedom as well as economic emancipation of the people. His dream was to establish a ‘Golden Bangla’ free from hunger and poverty. With this aim, a people-oriented constitution was formulated within one year of Independence. Bangabandhu did not just give us a country, he also formulated a contemporary outline of what the economic, social, political and cultural structure of a newly independent state would look like.

Bangabandhu always had trust and faith in his people. He used to give most importance to the united and joint efforts of the people to achieve development and self-reliance. Bangladesh is moving forward with the objective of building a self-reliant country on the path shown by Bangabandhu, under the prudent leadership of his able daughter Hon'ble Prime Minister Sheikh Hasina. Bangladesh has already been uplifted to the list of developing countries from the LDC. She announced ‘Vision 2041’ to transform Bangladesh into a developed and prosperous country. After presenting us the ‘Digital Bangladesh’, Prime Minister Sheikh Hasina - the change maker, is confident and working relentlessly to make the country as developed, happy, and prosperous ‘Smart Bangladesh’. Subsequently, many mega development projects have been taken. Padma Bridge, a unique milestone in the development of Bangladesh and the Metrorail, have already been opened for traffic. Payra Sea Port, Rooppur Nuclear Power Plant, Hazrat Shahjalal International Airport's 3rd Terminal, Karnaphuli Tunnel and other mega projects will be completed very soon and a new chapter in the development history of Bangladesh will be introduced. Now our responsibility is to enrich us with proper education and knowledge to make Bangladesh a happy and prosperous country by completing Bangabandhu's incomplete task sincerely. Only then proper respect will be shown to this great leader. On the National Mourning Day, let us transform grieve into strength and devote ourselves in building the ‘Sonar Bangla’ as dreamt by the Father of the Nation.

Joi Bangla.

Khoda Hafez, May Bangladesh Live Forever.”

#

### Rahat/Mehedi/Parikshit/Mahmuda/Asma/2023/1100 hours

Not to publish before 5 PM

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৮৫

**জাতীয় শোক দিবসে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ৩০ শ্রাবণ (১৪ আগস্ট) :

 প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ‘জাতীয় শোক দিবস’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“১৫ আগস্ট আমাদের জাতীয় শোক দিবস। ১৯৭৫ সালের এই দিনে ঘাতকরা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যা করে।

জাতির পিতার সহধর্মিণী বঙ্গমাতা ফজিলাতুন নেছা মুজিব, তিন পুত্র-বীর মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন শেখ কামাল, বীর মুক্তিযোদ্ধা লেফটেন্যান্ট শেখ জামাল, দশ বছরের শিশুপুত্র শেখ রাসেল, পুত্রবধূ সুলতানা কামাল ও রোজী জামাল, একমাত্র সহোদর বীর মুক্তিযোদ্ধা শেখ আবু নাসের, কৃষকনেতা বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুর রব সেরনিয়াবাত, যুবনেতা বীর মুক্তিযোদ্ধা শেখ ফজলুল হক মণি ও তাঁর অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী আরজু মণি, বেবী সেরনিয়াবাত, আরিফ সেরনিয়াবাত, সাংবাদিক শহিদ সেরনিয়াবাত, সুকান্ত বাবু ও আব্দুল নঈম খান রিন্টুসহ পরিবারের ১৮ জন সদস্যকে ঘৃণ্য ঘাতকরা এ দিনে হত্যা করে। রাষ্ট্রপতির সামরিক সচিব ব্রিগেডিয়ার জেনারেল জামিল এবং কর্তব্যরত পুলিশের বিশেষ শাখার এএসআই সিদ্দিকুর রহমান নিহত হন। ঘাতকদের কামানের গোলার আঘাতে মোহাম্মদপুরে একটি পরিবারের বেশ কয়েকজন হতাহত হন। জাতীয় শোক দিবসে আমি সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করছি ১৫ আগস্টের সকল শহিদকে এবং তাঁদের রূহের মাগফেরাত কামনা করছি।

জাতির পিতার দীর্ঘ ২৩ বছরের রাজনৈতিক সংগ্রাম এবং দূরদর্শী ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বাঙালি জাতি পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙ্গে ছিনিয়ে এনেছিল আমাদের মহান স্বাধীনতা। সদ্য স্বাধীন যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব যখন সমগ্র জাতিকে নিয়ে সোনার বাংলাদেশ গড়ার সংগ্রামে নিয়োজিত, তখনই স্বাধীনতাবিরোধী-যুদ্ধাপরাধী চক্র তাঁকে পরিবারের বেশিরভাগ সদস্যসহ হত্যা করে। এই হত্যার মধ্য দিয়ে তারা বাঙালি জাতির ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও অগ্রযাত্রাকে স্তব্ধ করার অপপ্রয়াস চালায়। ঘাতকদের উদ্দেশ্যই ছিল অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক বাংলাদেশের রাষ্ট্রকাঠামোকে ভেঙে আমাদের কষ্টার্জিত স্বাধীনতাকে ভূলুণ্ঠিত করা। এই জঘন্য হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত স্বাধীনতাবিরোধী চক্র ’৭৫-এর ১৫ আগস্টের পর থেকেই হত্যা, ক্যু ও ষড়যন্ত্রের রাজনীতি শুরু করে। তারা ইনডেনমিটি অর্ডিনেন্স জারি করে জাতির পিতার হত্যার বিচারের পথকে বন্ধ করে দেয়। জিয়াউর রহমান অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করে মার্শাল ল’ জারির মাধ্যমে গণতন্ত্রকে হত্যা করে; সংবিধানকে ক্ষত-বিক্ষত করে; হত্যাকারীদের পুরস্কৃত করে; বিদেশে দূতাবাসে চাকুরি দেয়। স্বাধীনতাবিরোধী-যুদ্ধাপরাধীদের নাগরিকত্ব দেয়; রাষ্ট্রক্ষমতার অংশীদার করে; রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে পুনর্বাসিত করে। পরবর্তী অবৈধ সামরিক সরকার এবং বিএনপি-জামাত সরকারও একই পথ অনুসরণ করে।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ১৯৯৬ সালের ১২ জুনের সাধারণ নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে দীর্ঘ ২১ বছর পর সরকার গঠন করে জাতির পিতার হত্যার বিচার শুরু করে। কিন্তু বিএনপি-জামাত জোট ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ২০০১ সালে ক্ষমতায় এসে এই হত্যার বিচার কাজ বন্ধ করে দেয়। ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ পুনরায় বিপুল ভোটে বিজয়ী হয়ে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পেয়ে পূর্ববর্তী সরকারগুলোর রেখে যাওয়া অচলাবস্থা এবং বিশ্বমন্দা কাটিয়ে দেশকে দৃঢ় অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করার কাজ শুরু করে। গত সাড়ে ১৪ বছরে আমরা দেশের প্রতিটি সেক্টরে কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি অর্জন করেছি। এই সময়ে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা অর্জন করেছে। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বাংলাদেশ বিশ্বে রোল মডেলে পরিণত হয়েছে। আমাদের সরকার ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্য নিয়ে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। সকল ষড়যন্ত্র প্রতিহত করে আমরা জাতির পিতার হত্যার বিচারের রায় কার্যকর করেছি। এ হত্যাকাণ্ডের বিচারের রায় কার্যকরের মধ্য দিয়ে জাতি কলঙ্কমুক্ত হয়েছে। আশা করি, জাতির পিতার হত্যার ষড়যন্ত্রের পেছনে কারা ছিল সেটাও একদিন বের হয়ে আসবে।

জাতীয় চার নেতা হত্যার বিচারও সম্পন্ন হয়েছে। একাত্তরের মানবতাবিরোধী-যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের রায় কার্যকর করা হচ্ছে। জঙ্গিবাদ-সন্ত্রাসবাদ নির্মূলে আমাদের সরকার ‘জিরো টলারেন্স’ নীতি অনুসরণ করছে। সংবিধানে পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে অসাংবিধানিকভাবে ক্ষমতা দখলের সুযোগ বন্ধ হয়েছে।

ঘাতকচক্র বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে হত্যা করলেও তাঁর স্বপ্ন ও আদর্শের মৃত্যু ঘটাতে পারেনি। কিন্তু স্বাধীনতাবিরোধী সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী এবং গণতন্ত্র-উন্নয়ন বিরোধী চক্র এখনও দেশে-বিদেশে নানাভাবে চক্রান্ত-ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছে। এই অপশক্তির যে কোন অপতৎপরতা ও ষড়যন্ত্র ঐক্যবদ্ধভাবে মোকাবিলা করে দেশের উন্নয়নের ধারাবাহিকতা ও গণতন্ত্র রক্ষার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকতে আমি দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

আসুন, আমরা জাতির পিতা হারানোর শোককে শক্তিতে পরিণত করি এবং সকল চক্রান্ত-ষড়যন্ত্র প্রতিহত করে সকলে মিলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের স্বপ্নের ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত, উন্নত-সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলি- জাতীয় শোক দিবসে এই হোক আমাদের সুদৃঢ় অঙ্গীকার।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

নুরএলাহি/মেহেদী/পরীক্ষিৎ/মাহমুদা/আসমা/২০২৩/১১০০ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৮৪

**জাতীয় শোক দিবসে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ৩০ শ্রাবণ (১৪ আগস্ট) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন আগামীকাল ‘জাতীয় শোক দিবস’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“আজ ১৫ আগস্ট। ১৯৭৫ সালের এ দিনে মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতাবিরোধী ষড়যন্ত্রকারীদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদদে সেনাবাহিনীর কিছু বিপথগামী সদস্যের নির্মম বুলেটের আঘাতে ধানমন্ডির নিজ বাসভবনে শাহাদত বরণ করেন বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। একই সাথে শহিদ হন বঙ্গবন্ধুর সহধর্মিণী বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব, পুত্র শেখ কামাল, শেখ জামাল, শিশুপুত্র শেখ রাসেল, একমাত্র সহোদর বীর মুক্তিযোদ্ধা শেখ আবু নাসের, কৃষকনেতা বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুর রব সেরনিয়াবাত, যুবনেতা বীর মুক্তিযোদ্ধা শেখ ফজলুল হক মণিসহ অনেক নিকট-আত্মীয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৮তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে আমি ১৫ আগস্টের সকল শহিদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি এবং পরম করুণাময় আল্লাহর দরবারে তাঁদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি।

বাঙালি জাতির স্বপ্নদ্রষ্টা ও মহান স্বাধীনতার রূপকার বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতির মুক্তির জন্য আজীবন সংগ্রাম করেছেন। ১৯৪৮ সালে ভাষার দাবিতে গঠিত সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের নেতৃত্বসহ ১৯৫২ এর মহান ভাষা আন্দোলন, ’৫৪ এর যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ’৫৮ এর সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলন, ’৬২ এর গণবিরোধী শিক্ষা কমিশন বিরোধী আন্দোলন, ’৬৬ এর ৬ দফা, ’৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান ও ’৭০ এর নির্বাচনসহ বাঙালির মুক্তি ও অধিকার আদায়ে পরিচালিত প্রতিটি গণতান্ত্রিক ও স্বাধিকার আন্দোলনে তিনি নেতৃত্ব দেন। এজন্য তাঁকে বারবার কারাবরণ করতে হয়েছে, সহ্য করতে হয়েছে অমানবিক নির্যাতন।

মানুষের মৌলিক অধিকার ও স্বাধিকারের প্রশ্নে বঙ্গবন্ধু ছিলেন আপসহীন। ফাঁসির মঞ্চেও তিনি বাংলা ও বাঙালির জয়গান গেয়েছেন। তৎকালীন পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে বঙ্গবন্ধু অসীম সাহসিকতার সাথে ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে লাখো জনতার উদ্দেশ্যে এক ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন। অনন্য বাগ্মিতা ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞায় ভাস্বর ঐ ভাষণে বাঙালির আবেগ, স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষাকে একসূত্রে গেঁথে বঙ্গবন্ধু বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেন, ‘এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবাবের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম’, যা ছিল মূলত স্বাধীনতারই ডাক। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা করেন এবং তাঁরই নেতৃত্বে দীর্ঘ নয় মাস সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা বিজয় অর্জন করি। বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ আজ অভিন্ন সত্তায় পরিণত হয়েছে। ঘাতকচক্র জাতির পিতাকে হত্যা করলেও তাঁর নীতি ও আদর্শকে মুছে ফেলতে পারেনি। যতদিন বাংলাদেশ থাকবে ততদিন জাতির পিতার নাম এ দেশের লাখো কোটি বাঙালির অন্তরে চির অমলিন, অক্ষয় হয়ে থাকবে।

বঙ্গবন্ধু আজীবন সাম্য, মৈত্রী, গণতন্ত্রসহ বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় অসামান্য অবদান রেখেছেন। তিনি ছিলেন বিশ্বে নির্যাতিত, নিপীড়িত ও শোষিত মানুষের স্বাধীনতার প্রতীক, বাঙালির মুক্তির দূত। ১৯৭৩ সালের ৯ সেপ্টেম্বর আলজিয়ার্সে জোট নিরপেক্ষ সম্মেলনে তিনি বলেন, ‘বিশ্ব আজ দু’ভাগে বিভক্ত-শোষক আর শোষিত: আমি শোষিতের পক্ষে’।

বঙ্গবন্ধু আমাদের মাঝে নেই, কিন্তু তাঁর নীতি ও আদর্শ বিশ্বব্যাপী স্বাধীনতাকামী মানুষের অধিকার আদায়ে এবং শোষণ-নির্যাতনের বিরুদ্ধে গণজাগরণে সবসময় অনুপ্রেরণা যোগাবে। বঙ্গবন্ধু এ দেশের লাখো-কোটি বাঙালিরই শুধু নয়, বিশ্বব্যাপী স্বাধীনতাকামী মানুষের জন্যও প্রেরণার চিরন্তন উৎস হয়ে থাকবেন।

বঙ্গবন্ধু রাজনৈতিক স্বাধীনতার পাশাপাশি জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনের লক্ষ্যে সারাজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত ‘সোনার বাংলা’ প্রতিষ্ঠাই ছিল তাঁর স্বপ্ন। এ লক্ষ্যে স্বাধীনতার এক বছরের মাথায় তিনি প্রণয়ন করেন একটি গণমুখী সংবিধান। বঙ্গবন্ধু শুধু একটি দেশই উপহার দেননি; তিনি সদ্য স্বাধীন একটি রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামো কেমন হবে তারও একটি যুগোপযোগী রূপরেখা প্রণয়ন করেছিলেন।

বঙ্গবন্ধু সবসময় জনগণের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস রাখতেন। উন্নয়ন ও স্ব-নির্ভরতা অর্জনে তিনি মানুষের কর্মদক্ষতা, একতা ও যৌথ প্রচেষ্টাকেই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতেন। বঙ্গবন্ধুর দেখানো সেই পথে তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ এগিয়ে যাচ্ছে স্বনির্ভর দেশ গড়ার লক্ষ্যে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ হতে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে শামিল হয়েছে। দেশকে একটি উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করতে তিনি ঘোষণা করেছেন ‘রূপকল্প-২০৪১’। দিন বদলের রূপকার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমাদেরকে ডিজিটাল বাংলাদেশ উপহার দেয়ার পর দেশকে উন্নত, সুখী-সমৃদ্ধ ‘স্মার্ট-বাংলাদেশ’ হিসেবে গড়ে তোলার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন এবং সে লক্ষ্যে নিরলস পরিশ্রম করছেন। সেই ধারাবাহিকতায় গ্রহণ করা হয়েছে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প। বাংলাদেশের উন্নয়নের অনন্য মাইলফলক পদ্মা সেতু ও মেট্রোরেল ইতোমধ্যে জনগণের চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে। পায়রা সমুদ্রবন্দর, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনাল, কর্ণফুলী টানেলসহ আরো কয়েকটি মেগা প্রকল্পের কাজ খুব শীঘ্রই শেষ হবে এবং বাংলাদেশের উন্নয়ন ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় সূচিত হবে। সে লক্ষ্যে জ্ঞান-গরিমায় সমৃদ্ধ হয়ে বঙ্গবন্ধুর অসম্পূর্ণ কাজকে সম্পূর্ণ করে বাংলাদেশকে একটি সুখী ও সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করাই এখন আমাদের পবিত্র দায়িত্ব। তাহলেই চিরঞ্জীব এই মহান নেতার প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করা হবে। আসুন, জাতীয় শোক দিবসে আমরা জাতির পিতা হারানোর শোককে শক্তিতে রূপান্তর করি এবং তাঁর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে নিজেদের আত্মনিয়োগ করি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

রাহাত/মেহেদী/পরীক্ষিৎ/মাহমুদা/আসমা/২০২৩/১১০০ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ